



বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল  
টরন্টো, কানাডা



### প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪,

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, টরন্টোতে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় সময় ২০ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১২:০১ মিনিটে ডেন্টোনিয়া পার্কে স্থাপিত শহীদ মিনারে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচী শুরু হয় এবং বাংলাদেশ হাউজে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের অংশগ্রহণে কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে বেলা ১১.৩০ টায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল বাংলাদেশ ও কানাডার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ভাষা শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাণী পাঠ, ভিডিও তথ্যচিত্র পরিবেশন, বক্তব্য উপস্থাপন ও বিশেষ মোনাজাত।

এই মহান দিনে উপস্থিত বক্তাগণ বাঙালি জাতির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা শহিদদের ও ভাষা আন্দোলনের অবদানের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল মিস ফাহিমদা সুলতানা তার বক্তব্যের শুরুতে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, এই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একটি অসম্প্রদায়িক, গনতান্ত্রিক, ভাষা-ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের ভিত রচিত হয়েছিল। বাঙালির গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যুগে যুগে আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরনার উৎস হয়ে কাজ করেছে। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারি কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এটি আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অর্জন। মহান একুশ ও ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশকে বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে উঠবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সবশেষে জাতির পিতা ও সকল ভাষা শহিদদের বিদেহী আত্মার শান্তি এবং বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রগতি, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।





